দৈনিক বাংলা

012

তারিখ ... 21.9.80 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

057

# আদম শুমারী-৮১

দেশের পরবর্তী আদমশুমারি ১৯৮১ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য দেশবাসীর সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ কেবল দরকারই নয়, একান্ত জরুরীও। দেশে কত মানুষ আছে, তাদের মধ্যে কে কেমন, কার কী চাহিদা, কার কতটুকু কর্মক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সঠিক ও বিশদভাবে জানা থাকলে তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কার্যকর, ফলপ্রসূ ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরী করা সহজ হয়। আমাদের দেশের মত সীমিত সম্পদশালী উন্নতিকামী দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য এ ব্যাপারে নির্ভুল পরিসংখ্যানের প্রয়োজন আরও বেশী। একথা বিবেচনা করে আগামী বছর আদমশুমারি অনুষ্ঠানের পদক্ষেপকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আমাদের বিশ্বাস, এই লোক গণনায় জনসাধারণ সম্পর্কে যেসব তথ্য সংগৃহীত হবে, জাতির বাঞ্ছিত উন্নতি অর্জনে সেসব রাখবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

আদমশুমারির ফলাফল নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া অপরিহার্য। দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশের প্রথম আদমশুমারি অত্যন্ত তাড়াহুড়োর মধ্যে সারতে হয়েছিল বলে তার ফল অপূর্ণাঙ্গ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গলদপূর্ণ হয়েছে। পাকিস্তান আমলে ও বৃটিশ শাসনকালে যে সব আদমশুমারি হয়েছিল, জনগণের শিক্ষা ও সচেতনার অভাব, লোক গণনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ, গণনাকারীদের গাফিলতি ইত্যাদি কারণে সেসবের তথ্যও নির্ভুল হয়নি। আসন্ন লোকগণনায় যাতে সেই ধারার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং সংগৃহীত সকল তথ্য যাতে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এজন্য আদমশুমারির যাবতীয় কাজ-কর্ম যেমন সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত হতে হবে, তেমনি লোক গণনার কাজে নিয়োগ করতে হবে শিক্ষিত, সৎ দায়িত্ববান ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের। লোক গণনাকারীদের এখন থেকেই যথোচিত ট্রেনিং দেয়া শুরু হলে সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের এ কাজে লাগানো যায় কিনা, তা বিবেচনা করে দেখা উচিত।

নির্ভুল লোক গণনায় দেশের প্রতিটি লোকের স্বার্থ নিহিত আছে। তাই একাজে সবার এগিয়ে আসা এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। আদমশুমারি-৮১ সফল হোক—এই আমাদের কাম্য।